মা দুর্গার এডিনবরা আগমন

(Scene - 1)

দেবার্ঘ্য: ধুর ধুর আর ভালো লাগছে না, পুজো যে এসে গেলো বোঝবার জো নেই। বাঁশ নেই, প্যান্ডেল নেই, প্রস্তুতি নেই,পুজোর মার্কেটিং নেই, ভিড় ঠেলাঠেলি নেই, পুজো পুজো আমেজ টাই আসছে না... ধুর ধুর..... তার ওপর আবার স্কুল। আজ বাদে কাল দুর্গাপুজো, স্কুলে কোনো ছুটিছাটা নেই, গোদের ওপর বিষফোঁড়া আবার unit test .কিচ্ছু ভালো লাগছে না, ... মা , মাগো, ও মা.....

একে তো এডিনবরাতে একটা মাত্র দুর্গাপুজো, আলো নেই, মাইকে এনাউন্সমেন্ট নেই, whole night ঠাকুর দেখা নেয়নি, এগরোল, ফুচকা, চাউমিন কিসসু নেই, সেখানে কিনা পুজোর পাঁচ দিনই স্কুল যেতে হবে, হবেই না, মানবই না, যাবোই না স্কুল, কিছুতেই যাবো না.....

এই রইলো, mathematics, এই chemistry আর এই physics!! আমি বরঞ্চ একটু ল্যাদ খেয়ে নি... কি যে ঘুম পায়ে...

(টেবিলেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পরে... স্বপ্ন দৃশ্য)

আকাশবাণী: দেবার্ঘ্য ..... বৎস দেবার্ঘ্য .....

দেবার্ঘ্য: কে? কে? একি এটা কোথায়? আমি কোথায়? এতো কৈলাশ....., মহাদেব বসে আছে,

আকাশবাণী: হ্যাঁ হ্যাঁ কৈলাশ ই রে....

দেবার্ঘ্য: মানে কি সেই ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের যমালয়ে জীবন্ত মানুষ case ?

আকাশবাণী: কিছুটা ওইরকমই , Inception সিনেমা টা দেখেছিলি?

দেবার্ঘ্য: আজ্ঞে হ্যাঁ ,

আকাশবাণী: ঐটার ই মতো,..... তোকে স্বপ্নে, কৈলাশে পাঠিয়েছি, দেখ কি হচ্ছে সেখানে,

দেবার্ঘ্য: কিন্তু কেন?

আকাশবাণী: এই যে বসে বসে মন খারাপ করছিলি, দুর্গাপুজো, কলকাতা নিয়ে, তাই এলাম তোর স্বপ্নে....

দেবার্ঘ্য: তা আপনি কে?

আকাশবাণী: আমি, হা, হা হা হা , আমি ল্যাদের দেবতা, তোর মতো যারা, স্কুল, কলেজ অফিসে ল্যাদ খায় তাদের মনোকামনা পুরো করি, এই শোন, যা হচ্ছে চুপচাপ দেখ, ব্যাগড়া দিবি না, আমি যাই, আমার যে আবার ঘুম পেয়ে গেলো।....

(মহাদেব ধূমপানরত - Scene 2)

মহাদেব: কিগো গিন্নি চা টা দিলে না ? সেই এক ঘন্টা আগে Request করলাম।

দুর্গা : চা চা করে কানের মাথা খেয়ে ফেললো গো, সেই আধ ঘন্টা আগে থেকে বলছি, দিচ্ছি ৫ মিনিটে, শুনলে তবে না....

(চায়ের পেয়ালা হাতে প্রবেশ)

দুর্গা : এই নাও.... বলছিলাম কি যে , passport গুলো বার করে রেখেছো তো ? সকালে বলেছিলুম যে খেয়াল আছে কি?

মহাদেব: passport ..... সে কি কাজে লাগবে? যাবে তো কোলকাতা, সেখানে আবার passport কি করতে লাগবে?

দুর্গা : কোন জগৎে থাকো !! কাল যে বললুম, এবার আর কোলকাতা যাচ্ছি না, ফি বছরই তো যাচ্ছি, এবার একটু change চাই।

মহাদেব: Change মানে 'পরিবর্তন' !!! সে তোমার ও চাই?? !!! তা ভালো।... তবে যাবে তা কোথায় শুনি??

দুর্গা : এডিনবার্গ !

মহাদেব: এডিনবার্গ !! সেটা আবার কোথায়??

দুর্গা : গাঁজা খেয়ে খেয়ে স্মৃতিশক্তি টা পুরোপুরি গেছে গো!! এডিনবার্গ গো, এডিনবার্গ , স্কটল্যান্ড।

মহাদেব: ওহ তাই বলো .... ওটা এডিনবার্গ নয় ওটা Edinburgh , এডিনবার্গ বললে বুঝবো কি করে...

দুর্গা : !!!! বড়ো এলো আমার ইংরেজ পতিদেব গো , উচ্চারণ শুধরোচ্ছে, ওই হলো হলো, যা এডিনবার্গ তাই এডিনবরা....

যেমন আমাদের মাছের ডিমের বড়া , পোস্তর বড়া , ডালবড়া তেমনি এডিনবরা ..... মেলা না বাকিয়ে বলি passport গুলো সব বার কর্ গে যাওতো।

মহাদেব: বাহ্! বাহ্! খুব ভালো যেও এডিনবার্গ, 'সাবাশ ' .....

দুর্গা : এই, এই, এই কি বলে, কি বললে তুমি!!! 'সাবাশ' এর কথাটা তুমি কি করে জানলে??

মহাদেব: !!! মানে টা কি?? !!!

দুর্গা : এই যে বললে 'সাবাশ ' ....

মহাদেব: হ্যাঁ , সাবাশ মানে তো ভালো, bravo !! এতে হয়েছে টা কি??

দুর্গা : বোলো শিগগির ওরা কি তোমাকেও invite করেছে, আমাকে না জানিয়ে? বলে ফেলো তাড়াতাড়ি , ভালো হবে না বলে দিচ্ছি ....

মহাদেব: ও গিন্নি, তোমার প্রেসার টা আবার বাড়লো না তো? কি বলছো আমি তো কিছুই বুঝছি না...

দুর্গা : ওহ সত্যি জানোনা তাহলে ... আমি ভাবলুম ওই এডিনবার্গ এর সাবাশের ছেলেমেয়ে গুলো তোমাকেও যোগাযোগ করেছে।..

যাই হোক, ছাড়ো, অতসব তোমার জেনে কাজ নেই, তাড়াতাড়ি passport গুলো বের করে রাখো, আমি যাই দেখি জল খাবারের কি ব্যবস্থা হলো...

(মা দুর্গার প্রস্থান। ..)

দেবার্ঘ্য: হেব্বি ব্যাপার তো, মা দূর্গা এবার তাহলে এডিনবরা তে। .. জয় মা দুগ্গা, দেখি দেখি এবার কি হয়....

(Scene - 3)

(নারদের প্রবেশ)

নারদ: নারায়ণ নারায়ণ ! নারায়ণ নারায়ণ !

মহাদেব: (কান চুলকাতে, চুলকাতে): ওহ নারদ দেখছি যে? তা কি খবর তোমার!! শুনছি তুমি ই নাকি এখন headline এ।

নারদ: নারায়ণ নারায়ণ ! আর বলবেন না প্রভু, সবাই ওই 'সারদা', 'নারদা' নিয়ে আমাকে confuse করে ফেলছে। আমি হলাম গিয়ে 'গেরুয়া ধাড়ী' সন্ন্যাসী সারাক্ষন 'রাম রাম' জপ করি, আর আমি কিনা sting operation !!

মহাদেব: 'রাম রাম' বলো কি হে??

নারদ: মানে ওই না নারায়ণ নারায়ণ , 'রাম রাম ' সবই তো একই প্রভু, না ডান না বাম !!!!!

মহাদেব: তা বেশ, তা হঠাৎ এই কৈলাশ পাড়ায় ?

নারদ: নারায়ণ নারায়ণ ! মানে ওই প্রভু ভাবলাম একবার আপনার দর্শন করে যাই, বলছিলাম শুনলাম নাকি পার্বতী মা এবছর কলকাতা যাচ্ছেন না।

মহাদেব: ও !! তাহলে সে খবরও তোমার কাছে আছে দেখছি।....

নারদ: নারায়ণ নারায়ণ ! (হাসি) প্রভু খবর রাখাটা ই তো আমার কাজ, ওই কি যেনো বলে না প্রভু data is the new oil !!!!!

মহাদেব: ৩ কাল গিয়ে ১ কালে ঠেকলো তাও শুধরলে না, সেই ইধার কা মাল উধার আর উধার কা মাল ইধার business তোমার।...

নারদ: (হেসে) তা প্রভু আপনিও তো গেলে পারেন এবার, কতকাল, এই কৈলাশে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন, একটু refresh হয়ে যাবেন।

মহাদেব: নারে ভাই, আমার এ কৈলাশ ই ভালো!!!

নারদ: আরে প্রভু আপনি জানেন না, স্কটল্যান্ড নাকি খাসা দেশ, ওখানে শুধু, স্কচ আর হুইস্কি।... কিসব বলে যেন সিঙ্গেল মল্ট, আইরিশ ব্লেন্ড আরো কত কি.....

মহাদেব: সারাটা বছরে এই পাঁচটা দিন মাত্র ছুটি পাই, একটু relax করবো কিনা, আমাকে আর লোভ দেখিও না নারদ।

নারদ: নারায়ণ নারায়ণ, প্রভু ওই স্বর্গের ঠেকের বিদেশী মাতাল কেষ্টার থেকে আমি খবর নিয়েছি।....

মহাদবে: কেষ্ট ?? বিদেশী মাতাল সে কে হে বাপু?

নারদ: অরে! ওই Christopher , হাওয়া বুঝে, রং পাল্টে, Chris থেকে কেষ্ট হয়ে গেছে।.....

মহাদেব: ওহ, তাই বলো , তা কি বলে তোমার কেষ্ট ?

নারদ: আজ্ঞে প্রভু, ক্রিস তো আদতে স্কটিশ, ও বলছিলো, ওদের দেশে নাকি গ্যালন গ্যালন হুইস্কি আর স্কচ , দিন রাত শুধু হুইস্কি খাচ্ছে, আর হিসি করছে, হুইস্কি খাচ্ছে আর হিসি করছে.....

মহাদেব: ব্যাপার টা মন্দ বলো নি তুমি নারদ ভায়া, সিঙ্গেল মল্ট এর কদর যে জানে সে জানে।..তা হলেও, নো কম্প্রোমাইজ, আমাকে লোভ দেখিয়ে কোনো লাভ নেই, আমার পিছু ধরে তোমার আর হুইস্কি খেয়ে কাজ নেই, ... এই পাঁচ দিনের ছুটি আমি কিচ্ছুতেই sacrifice করছি না... ওসব স্কটল্যান্ড, ফটলান্ড আমার লাগবে না, আমার 'দিশী' বাংলাই ভালো।...

দেবার্ঘ্য: নারদ মুনির, পুরকি কম না, কি দরকার শুধু শুধু, মহাদেব কে ওস্কানোর , পাছে মা দুর্গার প্ল্যান টা না ভেস্তে যায়.....

(Scene – 4)

গণেশ আর কার্তিকের প্রবেশ ...

গণেশ: বাবা, ও বাবা আমার passport টা বের করে দিও, আর সাথে কাতুর তা দিও ... ও কাতু , তোর টা তো আবার Minor, যেতে দেবে তো!!

কার্তিক: বাজে কথা বলবি না দাদা, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি, আমি ও প্রাপ্তবয়স্ক, ভোটাধিকার আছে আমার।

গণেশ: ভোটাধিকার, হা হা হা হা, বায়ো কি তেও , মা বলে আও কম! তার আবার ভোটাধিকার।..

মহাদেব: আহা, আহা আবার ঝগড়া কিসে দুই ভাইয়ে .... তা বাছাধন, তোমাদের দুজনের কি Excuse কোলকাতা না যাওয়ার ? তোমরা ও কি মায়ের পিছু পিছু চললে Edinburgh.

গণেশ: আজ্ঞে হ্যাঁ। যথার্থ ...

কার্তিক: yes pops , you are right , we too are going to Edinburgh this year ....

গণেশ: দেখো বাবা, প্রত্যেক বছর ওই একই কোলকাতার পুজোর বিরিয়ানি খেয়ে খেয়ে হেজে গেছি পুরো। ব্যাটারা পুজোর মার্কেটে quality, quantity সবে তে মারে... মাংসের পিস্ টা এইটুকু, আলু খুঁজে পাওয়া যাবে না ... লাস্ট ইয়ার তো ডিম্ টা অবধি মাইনাস করে দিয়েছিলো।

না না আমি যাচ্ছি না, এবছর শুধু british breakfast, Steak , ham , sausage, scrambled egg, rosted jacket potato.... জমিয়ে খাবো।

কার্তিক: হ্যাঁ তুই শুধু সারাটা দিন খেয়েই যা, হাতি কোথাকার, কাজ কম্মো নেই সারাদিন শুধু খাই খাই আর খাই খাই... আমার কথা শোন দাদা, রোজ দু বেলা gym এ যা। ..

গণেশ: চুপ কর, পেট রোগা কোথাকার, naughty boy!! জানো বাবা, এবার নাকি মাছ খাওয়া নিয়েও সমস্যা .., কোন গোঁড়া পার্টি নাকি বলেছে, মাছ হলো গিয়ে বিষ্ণুর অবতার, খাওয়া যাবে না. সেই শুনে তো আমি সোজা গেলাম বিষ্ণু কাকুর কাছে কনফার্ম করতে, দেখি বিষ্ণু কাকু জমিয়ে সসে ডুবিয়ে ফিশফ্রাই আর

ফিশ কবিরাজি সাঁটাচ্ছে। এই তো নারদ কাকা কেই তো দেখলাম, ছদ্মবেশে বসন্ত কেবিনে fish finger order করেছে!!

নারদ: বলো কিহে সিদ্ধিদাতা, আমি আর fish finger !!! নৈব নৈব চ , আমি হলাম গিয়ে গেরুয়া ধারী সন্ন্যাসী, নিরামিষ কচি পাঁঠার ঝোল ছাড়া আমি কিচ্ছুই খাইনে।

গণেশ: না না আমি এবছর কোলকাতা যাচ্ছি নে, এই পাঁচ টা দিন শুধু, স্যামন , হ্যাডক , কড আর ফিশ এন্ড চিপসেই কাটবে। যা সিদ্ধি টিদ্ধি দেবার ডিউটি আমার ছিলো সব আউটসোর্স করে দিয়েছি। আর এবছর এডিনবরা এ গণেশ চতুর্থী তে ওরা বেশ খাতির করেছে, আমি মায়ের সাথেই যাচ্ছি, কনফার্ম।

কার্তিক: হ্যাঁ বাবা আমিও পুরো ৪ দিনের টুর প্ল্যান করে নিয়েছি। Highland , Isle of skye, Invernes , Oban, দুর্দান্ত সব ছবির মতো লোকেশন, castle , selfie তুলবো আর facebook এ ছাড়বো, তুলবো আর ছাড়বো , তুলবো আর ছাড়বো, পুরো শাহরুখ খানের স্টাইলে .... 'তুম পাস্ আয়ে! ইযুঁ মুসকুরায়ে , তুম নে না জানে কেয়া .....' !!!!!

গণেশ: আর পড়বি কিরে কাতু ? scottish kilt ??

নারদ scottish kilt !!! সে আবার কি জিনিস গো কেতো ভাইপো?

গণেশ: আরে 'ফ্রক' গো 'ফ্রক' স্কটিশ লোকেরা প্যান্টের বদলে পড়ে।

কার্তিক: ইয়ার্কি মারবি না দাদা, ওটা ওদের ট্রাডিশনাল ড্রেস, আমি দু দুখান অর্ডার দিয়েছি, আর তুই বা ফ্যাশনের কি বুঝবি, ভুঁড়ির যা সাইজ পাজামা ছাড়া তো কিছুই আর ঢোকেনা।

গণেশ: জানিস কেতো , আমি একটা স্কটিশ folk song শুনেছি, যার বিষয়বস্তু হল গিয়ে, স্কটিশ রা নাকি কিল্ট এর তলায় underware পড়ে না... তুইও কি তাই করছিস নাকি??

কার্তিক: দাঁড়া , আজ তোকে মেরেই ফেলবো।..

(তাড়া করতে করতে দুই ভাইয়ের প্রস্থান)

দেবার্ঘ্য: গণেশ ঠাকুর, কার্তিক ঠাকুরও আসবে, বাহ্ বাহ্, ক্যায়া বাত ক্যায়া বাত.....

(Scene – 5)

সরস্বতী: মা, ওমা, মাগো, আমার ব্যাগ তা গুছিয়ে রাখলে কি?

দুর্গা : হ্যাঁ দিয়েছি, দিয়েছি

সরস্বতী: একি। .. একি করেছ মা? এতো মোটা মোটা sweater কি হবে?

দুর্গা : নারে মা খুব ঠান্ডা ওখানে, লাগবে ওখানে, সাথে রাখ...

সরস্বতী: দূর দূর, ঠান্ডা থাক, এতো মোটা মোটা sweater, jacket পড়লে একটা photo ও ভালো উঠবে না, বের করো সব শিগগির।

মহাদেব: তা মা সরু , তুই তো যেতে পারতিস কোলকাতা , তুই কেন মায়ের সাথে চললি মা?

সরস্বতী: try to understand dad ! এবার আমার প্রচুর assignment ওখানে, যেতেই হবে গো। Edinburgh University তে special lecture আছে আমার। ওদের একটা mobile app বানাবার idea দিয়েছিলাম, খাবারের plate টা নিয়ে mobile er সামনে ধরলেই, scan করে বলে দেবে কত calorie intake হচ্ছে,, nutritious value কি আছে সব। পুরো diet control app। app টা launch করে লক্ষ্মী দিদি কেই দেব first user হিসাবে, দিন দিন যেরকম ফুলছে। ..

লক্ষ্মী: তোর মতো না খেয়ে diet করি আর কি? আরে বুঝবি না রে বুঝবি না তুই , যার পকেট ভারী না, তার একটু গায়ে গতরে বেশীই লাগে ...

দুর্গা : এই দুই বোনে আবার শুরু হলো, থাম তো দেখিনি... এই যে সরু মা তুই যে কি একটা নতুন বাজনা শিখবি বলি যে?

সরস্বতী: হ্যাঁ হ্যাঁ Bagpiper. ওটা আমার BIODATA তে নেই, এবারে add করে নেবো।

নারদ : নারায়ণ নারায়ণ, হে প্রভু, সরস্বতী এ কি বলছে প্রভু ? bagpiper!! সে তো আমাদের দিশী মাল ...

সরস্বতী: উফফ নারদ কাকা, তোমরাও না enough!!!, সারাক্ষন খালি মাথায় ওই এক চিন্তা, এ bagpiper

সে bagpiper নয় গো, এটা হলো Scotland National Instrument , তোমরা যেটা বলছো, তার bottle er label e ছবি আছে দেখে নিও...

মহাদেব: তা লক্ষ্মী মা, কেউই যখন যাচ্ছে না, তুই একাই না হয় কোলকাতা যা মা, ওখানকার Economy টাও তো দেখতে হবে তোকেই ...

লক্ষ্মী: পাগল নাকি! ওখানে গিয়ে 'চপশিল্পে ' আমি atleast invest করছি না...

নারদ: 'চপশিল্প ' এ এবার কি নতুন industry প্রভু? আগে তো শুনিনি?

লক্ষ্মী: সেকি নারদ কাকা তুমি জানোনা, ঠাট্টা করো না, এটাই এখন West Bengal এর hot cake Industry এর বেশি আর কিছু বলা যাবে না, Sensor Board কেটে দেবে।

দেবার্ঘ্য: কি case মাইরি, চপশিল্পর ব্যপারটা স্বর্গেও famous দেখছি.....

চারদিন প্রচুর কাজ বাবা Edinburgh তে, Brexit vote হবার পর থেকে ওদের অবস্থা খুব খারাপ, বড় বড় ব্যাংকের CEO, Industrialst রা অনেক করে Request করেছে যদি একটু manage করে দি। Euro, Dollar এর comparison এ sterling pound এর করুন দশা , আমার লক্ষ্মীর ভাঁড়ারই এবার ওদের একমাত্র সম্বল।

দুর্গা: হ্যাঁ মা তুই ছাড়া আর কে ই বা পারবে বল; নে নে মা গুছিয়ে নে, Flight এর দেরি না হয়ে যায় শেষে .....

(Scene - 6)

মহাদেব: বেশ বুঝলাম, তা তোমরা যখন সবাই মনস্থির করেই নিয়েছো, যাও এডিনবরা। তা ঐ আহাম্মক অসুর টাকে খবর দিয়েছো কি? ওখানে গিয়ে বধ করবে টা কাকে সেই যদি না যায় তো?

দুর্গা :খবর তো দেওয়াই আছে। যাবে ঠিক, একটা ফোন লাগাওতো নারদ, দেখতো এখনো এলো না কেন?

(অসুর এর আগমন)

মহাদেব: এই এই এটা কে রে?

অসুর: কি কাকা চিনতে পারলে না? আমি অসুর গো, মহিষাসুর...

মহাদেব: চ্যাংড়ামো হচ্ছে, এরকম রোগ পাতলা চেকনাই চেহারার অসুর .....

অসুর: সেই তো মান্ধাতার আমলে পরে আছো গুরু! সিনেমায় দেখোনা, আজকাল ভিলেনরাও হিরোর মতনই স্মার্ট হয়, অসুর মানেই মোটা, কালো, হুমদো মার্কা হতে হবে না? যতসব Racist মেন্টালিটি....

মহাদেব: এই কি বললি ? কি বললি হতভাগা, আমাকে Rapist বললি ....

অসুর: বয়স হচ্ছে, কানে একটা যন্তর লাগাও!! rapist না racist বলেছি, racist , বর্ণবিদ্বেষী।

নারদ: থাম,তুচ্ছ প্রাণী, শোন তোকে এবছর এডিনবার্গ যেতে হবে, পার্বতী মা ওখানে যাচ্ছেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে।

অসুর: হ্যাঁ জানি তো, দুগ্গা তো আমাকে এক মাস আগেই হোয়াটস্যাপ করে দিয়েছিলো, সেইমতো আমি এই তো এক হপ্তা আগে এডিনবরা ফ্রিঞ্জ ফেস্টিভ্যালে গিয়ে সব রেকি করে এলুম।

নারদ: আবার ঢপ , আবার ঢপ দিলি বাঁদর অসুর কোথাকার .... তুই গেলি কি করে? তোর passport তো প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে জমা আছে ...

অসুর: তুমি না নারদ মুনি, seriously মাইরি পুরো backdated মাল, আমি হলাম গিয়ে অসুর, বুঝলে অসুর .... ওসব, passport টাসপোর্ট আমার লাগেনা। Illegal Immigrant বোঝো!! Middle East থেকে সোজা

ঝাঁপ, ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে, atlantic হয়ে english channel ধরে সোজা North Sea দিয়ে Edinburgh Ocean terminal!!!! পাসপোর্ট লাগবে কিসে?

মহাদেব: হতভাগা, রাস্কেল শুধু দু নম্বরি ...

অসুর: কে রে এটা কে রে? দুগ্গা কতদিন বলেছি তোকে ডিভোর্স দে এই বুড়ো টাকে , তা না শুধু আমার সাথে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা.... কি যে পাস্ প্রতি বছর আমাকে মেরে?

মহাদেব: হ্যাঁ যুদ্ধ তো হবে বৈকি, তা লোকেশন টা কোথায় শুনি?

অসুর: তুমি কিচ্ছু ভেবো না কাকা, সব বুক করা আছে, সপ্তমীতে Calton Hill , অষ্টমীতে Arthur seat এর মাথায়, আর নবমীতে ফাইনাল ব্যাটেল এক্কেবারে এডিনবরা ক্যাসেলে .... দশমীতে water of leith হয়ে সোজা north sea তে বিসজ্জন।

দুর্গা : দিন দিন অসভ্যতা যেন বাড়ছে। ফি বছর শিক্ষা দিয়েও শুধরোতে পারলুম না। এই শোন, তোকে যে মোষের ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম, হয়েছে কি? ওখানে তো আবার মোষ available না।

অসুর: তুমি কিছুটি ভেবো না দুগ্গা ডার্লিং,মোষ নেই তো কি? কোই বাত নেহি , অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এই দেখো, 'hairy Coo' এক্কেবারে খাঁটি স্কটিশ। এবার এই 'hairy coo' এর পেট চিড়েই বেরোবো।

নারদ: 'hairy coo' সে তো আসলে cow !! গৌ মাতা !!!!! এ ব্যাটা নির্ঘাত 'হাত পার্টি'... দাঁড়া দিচ্ছি খবর মোদী কে। এমন বাঁশ দেবে না ...

অসুর: দেখো শিবু কাকা, আমি অসুর হতে পারি, কিন্তু মন থেকে পুরো clear. তুমি চাপ নিও না গুরু, তোমার বৌ দুগ্গা আর ভাইপো ভাইঝিরা পুরো safe থাকবে আমার সাথে! you no tension কাকা.... এই যে কেতো ভাইপো, তোমার সাথে আমার অষ্টমীর night out কিন্তু fixed , ফুলটু party হবে whole night .

মহাদেব: থাম থাম হতভাগা, নাও নাও তোমরা সব রেডি হয়ে নাও গে , সময় যে হয়ে এলো। ও নারদ , যাও তাড়াতড়ি একটা uber ডেকে দাও , আর দেরি কোরো না ।

দুর্গা : আসি গো, এই কদিন সাবধানে থেকো, বেশী অনিয়ম কোরো না, থাইরয়েড এর ওষুধ গুলো মনে করে খেয়ো।

দুর্গা : যাচ্ছি বটে Edinburgh, তবে কোলকাতার জন্যও মনটা কেমন করে, ওদের জন্য আশীর্বাদ আর ভালোবাসা রইলো, সামনের বছর যাবো ক্ষণ। আর এই Edinburgh তে তোদের কেও বলি, বাছা, বিদেশ বিভুঁইয়ে সাবধানে মিলেমিশে থাকিস, নিজের দেশের অভাবী মানুষগুলোর কথা ভুলে যাসনা না যেন। বাংলার নাম উজ্জ্বল করিস।

দেবার্ঘ্য: বলো দুর্গা মাই কি জয়!! বলো দুর্গা মাই কি জয়!! বলো দুর্গা মাই কি জয়!!

-- সমাপ্ত --